কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

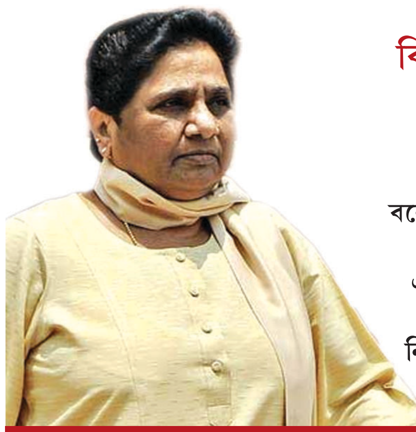

বিস্ফোরক মায়াবতী

বিএসপি নেত্রী মায়াবতী জোর ধাক্কা মারলেন মহাজোটকে। তিনি বলেছেন, দিগ্বিজয় সিংয়ের অনুগামীরা বিজেপির এজেন্ট। তাই রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নয়।

ইমরানের ডিগবাজি

সৌদির সহযোগিতার প্রশ্নে পুরো ডিগবাজি খেল পাকিস্তান। ইমরান সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানিয়েছেন, তথাকথিত চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরে সৌদি আরব থাকবে না।

www.facebook.com/arthiklipiepaper Kolkata Office : Ph : 033 2227 4528/47/48 Fax : 033 2227 5765, E-mail : lipinews4@gmail.com ১২ পাতা

Vol - XIII, ISSUE - 278 কলকাতা ● বৃহস্পতিবার ● ১৭ আশ্বিন, ১৪২৫ ● ৪ অক্টোবর, ২০১৮ ● KOLKATA ● THURSDAY ● OCTOBER 4, 2018 ₹ 3

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মেডিক্যাল কলেজে

হুড়োহুড়িতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অগ্নিকাণ্ডের পর আগুন নেভাতে তৎপর দমকল কর্মীরা। ছবি-শ্যামল মৈত্র।

স্টাফ রিপোর্টার: শহরে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক আতঙ্ক। বুধবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল এমসিএইচ বিল্ডিংয়ের ওষুধের ভান্ডার। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। কোনও ঝুঁকি না নিয়েই দ্রুত রোগীদের অন্যত্র সরানো হয়। সকালে আগুন লাগার পর ওষুধের কাউন্টার সংলগ্ন ওয়ার্ডগুলিতে দ্রুত ২৫০ জন রোগীকে নামিয়ে আনা হয়। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আসে গোটা এলাকা। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় ওষুধ কাউন্টারের পাশে থাকা অক্সিজেন সিলিন্ডারের গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কি কারণে ওষুধের গুদামে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্মীরা। এদিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে। দ্রুত রোগীদের সরাতে গিয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, মৃত রোগী খানাকুলের বাসিন্দা। তাঁর নাম সইদুল ইসলাম। তবে এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানানো হয়নি হাসপাতালের পক্ষ থেকে। তবে ওই মৃত রোগীর ছেলে জানিয়েছেন, প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অগ্নিকাণ্ডের জেরে এই মুহূর্তে এজরা বিল্ডিংয়ের কাছে খোলা আকাশের নিচে রাখা হয়েছে ২৫০ জন রোগীকে। ধোঁয়ার কারণে রোগীদের যাতে শ্বাসকষ্ট না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রোগীর আত্মীয়রা জানান, তাদের রোগীদের উদ্ধার করতে ব্যবস্থা নিতে দেরি করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে অনেকেই জীবন বাজি রেখে রোগীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। হুগলির বাসিন্দা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, আমার মা কল্পনা চট্টোপাধ্যায়কে হাসপাতালে কয়েকদিন আগে ভর্তি করেছি। রাতে এখানেই ছিলাম। হঠাৎ সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি যে ওয়ার্ডে আমার মা ভর্তি রয়েছে সেই ওয়ার্ডের মেডিসিন বিভাগ থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। চিৎকার করে হাসপাতাল কর্মীদের খবর দিই। কোনও রকমে মায়ের বেডের কাছে পৌঁছে মা'কে কোলে তুলে বেরিয়ে আসি। ভেতরে তখন অন্যান্য রোগীরা চিৎকার করছে। বহু রোগী তাড়াহুড়ো করে নিচে নামার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রুপ ডি'র কর্মীরা উদ্ধার কার্য শুরু করে।

তবে শহরে এভাবে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের অভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। কিছুদিন আগে বাগরি মার্কেটে আগুন লাগে। তার রেশ কাটতে না কাটতে আবার মেডিক্যাল কলেজে আগুন। ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের দশটি ইঞ্জিন। তবে এদিন রোগী ও পরিবারের লোকজনেরা অভিযোগ করে বলেন, দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও রোগীদের উদ্ধার করতে দেরি করেন। এই কারণে ওষুধের গুদামের পাশের ওয়ার্ডের রোগীরা তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আহত হন। আতঙ্কে কান্নাকাটি শুরু করে দেন বহু রোগী। বছর ৪৫'র বাসুদেববাবু ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। খবর পেয়ে তাঁর দাদা রঞ্জিতবাবু হাসপাতালে এসে ভাইয়ের খোঁজ নেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তিনি দেখতে পান খোলা আকাশের নিচে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে ভাইকে। অর্থাৎ চরম অরাজক অবস্থা তৈরি হয় মেডিক্যাল কলেজে। অথচ এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলি ব্যবহার করার মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী হাসপাতালে না থাকার কারণে আগুন নেভানোর কাজ সময়মতো হয়নি। যার ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গুদামে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল কর্মীরা। এদিকে রোগী মৃত্যু নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি।

অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে দমকল ও পূর্ত দফতর

নাগেরবাজার বিস্ফোরণে তদন্তভার সিআইডির হাতে

স্টাফ রিপোর্টার: নাগেরবাজার বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে এই ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে যান সিআইডি ডিআইজি প্রণব কুমার। এদিন সিআইডির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, যে সকেট বোমাটি ফেটে ছিল সেটি সাধারণ বোমার চেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল। এই বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং গাড় অ্যাসিড। বোমার নিচের ক্যাপ শক্ত করে আটকানো ছিল। উপরের ক্যাপ ছিল হাল্কা। এর ফলে বিস্ফোরণটি ঘটে যায়। বোমার উপরের ক্যাপ হাল্কা থাকায় বিস্ফোরণের অভিঘাত বেশি হয়। নিচে সিমেন্টের উপর তৈরি হয় গর্ত। বিস্ফোরণের আগের মুহূর্তেও বোমাটি স্থির অবস্থায় ছিল। তদন্তকারীদের আরও দাবি, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় এই ধরনের বোমার ব্যবহার করেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে শহর এলাকায় কাছাকাছি একাধিক ঘর, বাড়ি, দোকান থাকায় এই বিস্ফোরণ বেশি মাত্রায় অনুভূত হয়। অন্য কোথাও থেকে এই বোমা আনা হয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের। বিস্ফোরণ স্থল থেকে এদিন সকেট বোমার ক্যাপ ও পাইপ উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার ১২ টা নাগাদ পুলিশ এবং সিআইডির বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে যায়। তবে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরসভার সাফাই কর্মীরা বিস্ফোরণ স্থল সাফ করে দিয়েছিল। এমনকি রাতে ওই এলাকাটি অরক্ষিত ছিল তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সিআইডি তদন্তভার গ্রহণ করলেও ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের নমুনা কতটা পাবে তা নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন বিকেলে ঘটনাস্থল থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পুলিশ। তবে সেই নমুনা থেকে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেধেছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দমদম নাগেরবাজার অঞ্চল। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক বালকের, বয়স ৮। তার নাম বিভাস ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। আহত হয়েছে ৯ জন। একটি পাঁচতলা বাড়ির নিচে রাখা হয়েছিল শক্তিশালী বোমা ও বিস্ফোরক। গান্ধিজয়ন্তীর সকালে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। এ বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ৮ বছরের বালকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন অত্যন্ত ৯ জন। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত শিশু বিভাস ঘোষের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। রাগে ফুঁসছে গোটা এলাকা। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কীভাবে এই বিস্ফোরণ হল এবং কারা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প-সুনামিতে বিপর্যস্ত দ্বীপে ধারাবাহিক অগ্ন্যুৎপাত

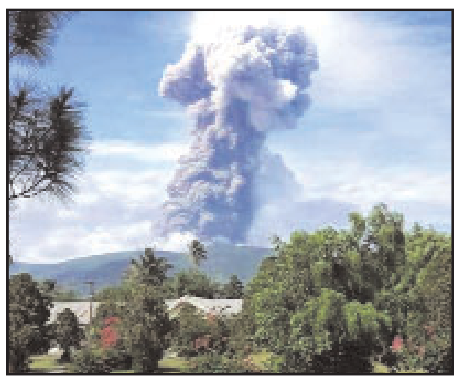

জাকার্তা, ৩ অক্টোবর: ইন্দোনেশিয়ার সুলায়েসি প্রদেশের যে অঞ্চলগুলি ৫ দিন আগে প্রবল ভূমিকম্প ও সুনামিতে বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানকার মাউন্ট সোপুটান থেকে ধারাবাহিক অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত ছাই প্রায় ৬ হাজার মিটার এলাকা পর্যন্ত আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গত শুক্রবার ওখানে ৭.৫ মাত্রায় যে ভূমিকম্প হয়েছে তার ফলে এই অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যন্ত এখনও ১৪০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে গোটা এলাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পালু শহর। এই শহরে এখনও সারি দিয়ে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। উদ্ধারকারীরা মৃতদেহ সরাচ্ছে। তবে বহু দেহকে এখনও সনাক্ত করা যায়নি।

এদিকে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে রয়েছে একডজনের উপর আগ্নেওগিরি। সেগুলি জীবন্ত। জাকার্তা প্রশাসন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছে। ওই ২৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী বলয় তৈরি করেছে। সেখানে সাধারণ মানুষকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়া সরকার বিপর্যস্ত এলাকায় পানীয় জল ও খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বেশ কয়েকটি চিকিৎসক দল সেখানে গেছে। এছাড়া বিপন্ন মানুষের নিরাপত্তায় পুলিশি ব্যবস্থা হয়েছে। স্কাই নিউজ সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যায়, আরও কয়েকটি পাহাড়ের আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া সরকার ওই অঞ্চলে পর্যটকদের যেতে নিষেধ করেছে। বিশেষ করে আগুনের ভলকায় মানুষের বিপদ হতে পারে। ইতিমধ্যে বহু পর্যটক ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। নতুন পর্যটকরাও ইন্দোনেশিয়ায় আসছেন না।

পুজোর আগেই সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে পারে পেট্রোলের দাম, আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: প্রতিদিন লাগামছাড়াভাবে বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। বুধবার মুম্বইয়ে লিটার পিছু পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরির দোরগড়ায় পৌছে গেল। প্রতিলিটার পেট্রোলের মূল্য ৯১.০২ টাকা। এদিন লিটার পিছু ডিজেলের দাম ছিল প্রায় ৮০ টাকা। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেট্রোলের দাম মহারাষ্ট্রে। এখানে পেট্রোলের লিটার পিছু মূল্য ৯৩ টাকা। একইভাবে দেশের মেট্রো শহরগুলিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। কলকাতা, পুণে, হায়দরাবাদে বেড়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। একইসঙ্গে অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে বেড়েছে ভর্তুকি বিহীন ও ভর্তুকি যুক্ত গ্যাসের দাম। বাংলায় ভর্তুকি যুক্ত গ্যাসের মূল্য ৯০৭ টাকা। আশঙ্কা করা হচ্ছে পুজোর আগে সমগ্র দেশে পেট্রোপণ্যের মূল্য ১০০ টাকায় পৌঁছতে পারে। মুম্বইয়ে ১ লিটার প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম ৯৪ টাকা। মহারাষ্ট্রের পার্বনীতে লিটার পিছু প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম প্রায় ৯৬ টাকা। এভাবে পুজোর আগে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমস্ত রাজ্যে এভাবেই দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের মূল্য বেড়ে চলায় কেন্দ্রের উপর ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন রঞ্জন গগৈ

ফাইল চিত্র।

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ৪৬ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন রঞ্জন গগৈ। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে এই ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ করালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উল্লেখ্য, সপ্তাহ খানেক আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। একইসঙ্গে তিনি প্রধান বিচারপতি পদে রঞ্জন গগৈয়ের নাম উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তাব করে গেছেন। ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধি জন্মদিনে দীপক মিশ্র তাঁর কাজ শেষে করেন। বুধবার শপথগ্রহণ করেন ৬৪ বছরের মৃদুভাষী কড়া আইনজীবী রঞ্জন গগৈ। ২০১৯ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি পদে বহাল থাকবেন গগৈ। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন গগৈ। ১০ বছর পর পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলি হন তিনি। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হন তিনি। ২ মাস পর শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। অবশেষে ২০১৮ সালের ৩ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন রঞ্জন গগৈ।

কাশ্মীরে পুর কমিটিতে বিজেপির জয়জয়কার

শ্রীনগর, ৩ অক্টোবর: জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম ৭টি মিউনিসিপ্যাল কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করল বিজেপি। এর আগে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিপ্‌লস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই নির্বাচন বয়কট করে। মোট ৬০টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করে। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ইস্যু বাতিল করার দাবিতে এনসি এবং পিডিপি এই নির্বাচন বয়কট করে। শ্রীনগরের বিজেপির মুখপাত্র বলেন, পুর ওয়ার্ডগুলিতে ১০টি জেলায় ৩৫০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে বিজেপির ৬০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ কাশ্মীরি পণ্ডিত। শ্রীনগরে বিজেপির মুখপাত্র আলতাব ঠাকুর সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছেন। এ ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের ৬২৪টি আসনে চতুর্থ দফায় ভোট হবে ৮ অক্টোবর থেকে। জানা যায়, এই নির্বাচনে কংগ্রেস বহু ক্ষেত্রে প্রার্থী দিতে পারেনি। তবে কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের সোপুরে ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছিল। এখানে একজন প্রার্থীকে খুন করা হয় এরপর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সবচেয়ে বিস্ময়ের হল একজন প্রাক্তন জঙ্গি ফারুক আহম্মেদ খান ওরফে সইফুল্লাকে শ্রীনগর শহর থেকে প্রার্থী করা হয়।

দিনভর আশঙ্কা, আফসোস মিশল মেডিক্যাল কলেজের ধোঁয়ায়

দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তখনও গলগল করে জমাট কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে মেডিক্যাল কলেজের একতলার ওষুধের গুদাম থেকে। অসুস্থ আত্মীয় পরিজনদের চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসা ও দেখতে আসা বহু মানুষ নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন সেই ধোঁয়ার দাপটে। রুমাল থেকে শাড়ির আঁচল, মাথায় টুপি, সবই নাকের সামন সে দেওয়াল খাড়া করছিল বিষাক্ত ধোঁয়ার সামনে। কেই কেউ শ্বাসকষ্টের কথাও বলছিলেন ধোঁয়ায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার তারিখ দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে। তবু আসা হয়নি। হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা দমকলের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তা নিয়ে হা-হুতাশ করছিলেন কেউ কেউ। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে এসছেন জ্যোৎস্না বিবি। আক্ষরিক অর্থেই মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বলছিলেন, ১৮ তারিখ ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল। বাড়িতে একটি অসুবিধে ছিল। আমার স্বামী আসতে চাইছিল না। এখন কী হবে? কে জানে আবার কবে তারিখ দেবে? ওঁর ডাক্তার দেখানোটা খুব জরুরি।'

পাশে দাঁড়িয়েই জ্যোৎস্না এবং তাঁর স্বামীকে যিনি স্বান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলন, সেই শম্ভু খাঁড়াও প্রায় একই সমস্যার সম্মুখীন। তিনি অবশ্য তারিখ ফস্কাননি, কিন্তু গত সপ্তাহে হাসপাতালে সে আবিস্কার করেন মেডিক্যাল কার্ডটিই বাড়িতে ফেলে এসেছেন। 'পুজোর আগে আর তারিখ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।' শম্ভুর গলায় আশঙ্কার সুর বাজছিল।

ঘড়ির কাঁটা তখন ১১.৪০ ছুঁয়েছে। দমকল ও পুলিশকর্মীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে। হাসপাতালের একতলার ওষুধের গুদামের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হচ্ছিল যাতে জমে থাকা বিষাক্ত ধোঁয়াকে বের করে দিয়ে এলাকাকে দূষণমুক্ত করা যায়। ভিতর থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বের করে আনা হচ্ছিল ওষুধ ঠাসা বাক্স, যা কোনও মতে আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিলেন অনেকে। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন বিপুল পরিমাণ ওষুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই আগুনে এবং এর ফলে আগামী দিনে ওষুধের অভাব বড় আকার নেবে মেডিক্যাল কলেজে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী বলছিলেন, গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই ধাক্কা খাবে এই দুর্যোগের কারণে। একই আশঙ্কায় অনেক রোগীর আত্মীয়ই ফোন করছিলেন চেনা পরিচিতদের, যাতে ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশনে লেখা ওষুধ বাইরে থেকেই আনিয়ে নেওয়া যায়।